উত্তরণ

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ছুটছে হাওয়াই গাড়ী	৩
গভীরতা	৪
ফিরে তাকাই	৫
লাল মাটির দিশ্যে	৬
যে গৌরাঙ্গ সেই হরি	৭
আশ্বস্ত অন্য পথে	৮
নতুন প্রভাত আসুক	৯
ভালোবাসা	১০
ছেলেবেলার স্মৃতি	১১
ঘোর কাটেনি এখনো	১২
সন্তাপ	১৩
মায়ের যাত্রাপথে	১৪
অলীক সুখ	১৫
৩২ বছর পর	১৬
স্মৃতিচারণ	১৭
আমার নজরুল	১৯
কালো মেয়ে	২০
C/O ফুটপাথ	২১
দূরের যাত্রী	২২
মেঘ ও বরষা	২৩
অনুশাসন	২৪
ধর্ষিতা	২৫
খুঁজে ফিরি	২৬
তারপর	২৭
উত্তরণ	২৮

BANGLADARSHAN.COM

ছুটছে হাওয়াই গাড়ী

পাওয়ার নেশায় হারায় বেশি
চাওয়ার পথে দৃষ্টি পড়ে,
মনকে নিয়ে এপার ওপার
হাওয়াই গাড়ী ছুটছে জোরে।

খুব যে কঠিন যাত্রাপথ
পেরোতে গিয়ে গলদধর্ম,
দোলুল দোলায় দুলছে জীবন
ব্যস্ত পথে অপকর্ম।

সৃষ্টি সুখের উল্লাস নেই
জীবন বোধের নেই বালাই,
সঙ সেজে সব করছে রঙ্গ
উপলব্ধির মুখে ছাই।

BANGLADARSHAN.COM

গভীরতা

অনেক দিনের পরে বুঝলাম
আমি তোমায় ভালোবাসি,
হাজার মাইল পথ অতিক্রম
আমার মুখে ফোটায় হাসি,
তোমার কথার রূপকথাতে
প্রয়োজনের অনুভব বেশি,
একসাথে চলতে না পেরে
বাজে এ মনে প্রেমের বাঁশি।

রবির তেজ তোমার কাব্যে
নিয়ে যায় পাশাপাশি,
গভীরতা মাপার যন্ত্র লাগে না
মন মিলে যায় মনেতে আসি,
এতদিন পরে চিনিয়ে দিলে
তুমি যে আমার সেই পড়শী,
স্বপ্ন মদির আবেশ মেখে
মন যমুনার তরণীতে ভাসি।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে তাকাই

আজকাল সব কিছু ঝাপসা লাগে কেমন,
ফিরে তাকাই সাদা কালো জীবনপুরের দিকে,
আম জাম কুড়ানোর সেই ছোট্টবেলা আর দেখিনা স্বপ্নে,
ফিরে তাকাই অনেক অতীতে,
স্বপ্নের মায়াজালে যাই আটকে।

কথার খেলাপ করলে তুমি,
চোখে চোখ রেখে যে কথা দিয়েছিলে,
ফিরে তাকাই ভোরের শিউলি তলায়,
তোমার সাথে ফুল তোলা, কাজের ফাঁকে।

চোখ বন্ধ হয়ে যায় মিশকালো ধোঁয়ায়,
জ্বালা ধরায় ভীষণ ভাবে,
ফিরে তাকাই অঘ্রাণের ধানের ক্ষেতে
রূপসী নদীর বাঁকে।

BANGLADARSHAN.COM

ভুল হয়ে যায় সব কাজে আজকাল,
স্মৃতির পাতা উল্টে দেখি মনের খেয়ালে,
ফিরে তাকাই পিঁড়িতে বসে মায়ের হাতে দু
গ্রাস খাওয়ার স্বাদ
আজো লেগে মুখে।

লাল মাটির দিশ্যে

শিলাবতী নদীর ধারে
পলাশগুলান ফুইট্যে আছে,
আকাশ সাইজ্যে লাল রঙেতে
মনে প্রেমের লেশা ধরাইনছ্যে।

সারাটা দিন মাতাল হইয়ে
এ মন মরদটারে খোঁজে,
সোহাগ কইরে পলাশ এইন্যে
দে না কেনে মাথায় গুঁইজ্যে,
তুয়ার লাগি উদাস পরাণ
রঙিন স্বপন সাজাইনছ্যে।

হাটের থেকে আইন্যে দিবি
লাল পাড়ের শাড়ী,
সকাল থিক্যে বইসে আছি
পড়ব কাঁচের চুড়ি,
লাল মাটির পথে পথে
মরছি সুখের খোঁজে।

BANGLADARSHAN.COM

যে গৌরাঙ্গ সেই হরি

গৌরাঙ্গের নাম বলতে গিয়ে
মুখে হরি এসে যায়,
অন্তরে যে তোমায় রাখি
এ মন তোমার দরশন চায়।

গৌর বর্ণ অঙ্গ যার
তোমার কৃপা অপার
হরি বলে ডাকলে কাছে
গৌরাঙ্গ এসে যায়।

তিনকালের শেষে এসে
তোমায় খুঁজি মলিন বেশে
এতদিন মোহের বশে
তোমায় ভুলে ছিলাম হায়।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বস্ত অন্য পথে

জীবনটা বেশ গুছিয়ে নিলে
আমার কাঁধে ভর করে,
অথচ ভরসা করতে পারলে না আমায় কোনোদিন
ভালোবাসার মর্যাদা হয়তো
এভাবেই দিতে শিখেছো তোমরা।

ছিলে তুমি মলিন পথের পথিক,
সেখান থেকে আজ রাজপথে
তোমার অবাধ গতিবিধি,
পিছনে কার উৎসাহে আজ সহজ পথে,
বেমালুম ভুলে যেতে পারা।

কোনো বিশ্বাস বা ভরসা যার প্রতি
গড়েই ওঠেনি কোনোদিন,
তাকে নিয়ে কোন অর্থে
জীবন পথে একসঙ্গে চলা,
তাকে ছেড়ে একাকী জীবন পথে
করো চলা ফেরা।

নিশ্চিন্তে পথ চলার খবরটাই
যথেষ্ট আমার কাছে,
সে খবর রাখতে গিয়ে
চলেছি অন্য কারো পিছে,
মিথ্যা ভয়ে ডুবে মরি,
মন বলে কী যে করি,
ঘুন ধরেছে কাঁচা অন্তরে,
আশ্বস্ত হলাম অনেক দিনের পর,
চলছ তুমি সাবলীলভাবে,
নয় আজ বিপদ ঘেরা।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন প্রভাত আসুক

নতুন প্রভাত উঠুক,
নব প্রেম জাগুক,
আনন্দ আবার আসুক।

বিদ্যালয় খুলুক,
বাচ্চারা খেলায় মাতুক,
সতেজ জীবন ফিরুক।

দোকান পাট খুলুক,
হাসির জোয়ারে ভাসুক,
এ ধরণী নতুন ছন্দে মিলুক।

ক্লান্তি দূর হউক,
নব বরণে সাজুক,
কবিরা হউক ভাবুক।

BANGLADARSHAN.COM

কঠিন সময় ফুরাক,
প্রাণপাখী জুড়াক,
নটে গাছটি মুড়াক।

ভালোবাসা

কথা দিয়েছিলে আজ আসবে তুমি,
আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ
তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল,
নদীর জল বলেছিল
কুলু কুলু শব্দে ধ্বনিত করবে আকাশ বাতাস।

দুপুরের নিঃশব্দতা ভেঙে গাঙচিল ডাকার আওয়াজ
প্রাণে জল আনে,
এসেছো রামধনু রঙ হাতের মুঠোয় করে,
পরিয়ে দিলে শূন্য সিঁথিতে,
আগেই পেয়েছি তোমার আসার আভাস।

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেবেলার স্মৃতি

মা বলতেন লক্ষ্মী মা
বাবা বলতেন চাঁদের কণা,
ঠানদি বলতেন আদরমণি
মুখটা যেন চাঁদপানা।

সহজপাঠ পড়তে বসে
আঁকিবুকি চলত খাতায়,
প্যাস্টেল রঙ মনের সুখে
ঘষেই চলতাম খাতার পাতায়।

বেশ মানাত সাদা জামায়
মাথার বেণীতে লাল ফিতে,
মায়ের আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে
চলতাম ঐ স্কুলের পথে।

BANGLADARSHAN.COM

আজ কেন মা এমন করে
পুরোনো কথা মনে পড়ে,
স্মৃতির পাতা উল্টে পাল্টে
মন খাসা হয় দিনের পরে।

ঘোর কাটেনি এখনো

ডুবে আছি আনন্দ সাগরে
কাটেনি এখনো ঘোর,
বিকেলের পড়ন্ত রোদের নিষ্প্রভ আলোতে দেখি
রঙিন ফানুসগুলি আকাশে উড়তে উড়তে
মিলিয়ে গেল বহু দূরে.....
তাকিয়ে রই ঐ দূর গগনে
ওরা চলে গেল রূপনারায়ণের সৌন্দর্য্যে
অবগাহন করতে
আমার মনের নিশি কাটিয়ে আসে ভোর।

মিশুকে ফুলের দল চঞ্চল আজ বড়,
প্রজাপতির সোহাগে আনন্দরেণু পরাগ
মিলনের স্বপ্নে বিভোর,
প্রাণ স্নাত করে নদীর জলে ফুলের পাঁপড়ি সকল,
পূর্ণগ্রহণ আজ প্রেমের গভীরে, নদীতে আজ ভরা জোয়ার।

BANGLADARSHAN.COM

সন্তাপ

দুঃখ নেই
তাও যেন দুঃখের প্রলেপ মনের গভীরে,
মন আজ বড়ই চঞ্চল
নিঝুম দুপুরে কারা যেন কড়া নাড়ে সজোরে,
মানতে চায়না অবুঝ মন
তবুও আজ যেতে দিতে হবে তারে।

পথের ধারে বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে অবিকল,
নিশুতি রাতে তারারা আকাশে আজো জ্বলজ্বল,
স্মৃতিগুলো নীরবে নিভৃতে আপনার করি সম্বল।

দখিনা দুয়ার খোলা পড়ে রয় আপন খেয়ালে,
আদি হতে উঠে আসা ঢেউ বিশ্ব লয়ে খেলে,
সন্তাপে অবিন্যস্ত মন ঠাঁই পেতে চায় নতুন দিনের সকালে।

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের যাত্রাপথে

তিল তিল করে বড় হয়ে ওঠা
মা গো তোমার কোলে,
কাজের ফাঁকে আদর করা মোর কপোলে,
মা তুমি আমার চোখে তাই যে মহীয়সী।

খেলা থেকে ফিরে এলে পড়তে বসতে বলা,
দুচোখে ঘুম আসতো ধেয়ে সামনে বই খোলা,
তীব্র স্বরে মায়ের যে কত কিছু বলা,
মা তুমি আমার চোখে তাই যে গরীয়সী।

গুছিয়ে দিলে জীবন আমার নিজের খেয়াল মতে,
ক্ষত বিক্ষত হয়েও তুমি হাল ধরেছ শক্ত হাতে,
তোমার দেওয়া দায়িত্ব নিল খোকা মাথা পেতে,
মা তুমি আমার চোখে তাই যে সুদূরের পিয়াসী।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার শেখানো বুলিতে আজ স্বপ্ন সাধের যাত্রাপথ,
তোমার দেখানো রাস্তা ধরেই সম্মুখে আজ রাজপথ,
তোমায় আজ চড়াবে খোকা আসছে স্বর্গরথ,
তুমি মা গো ভালো থেকো আগের থেকে বেশি।

অলীক সুখ

নরম মাটিতে রাতের রেখো না কোনো ছাপ,
এমনি করে ভালোবাসা পাপ,
ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে আদর
ভালোবাসার হয় না পরিমাপ।

দিনের বেলায় ছিন্ন রাতের গোলাপ,
অলীক সুখে মিথ্যা প্রেমের চাপ,
আলতো ছোঁয়ার কঠিন ঘেরাটোপ,
রঙিন বাতির কালো কঠিন খাপ।

ভোগের আগুন ভীষণ যেন তাপ,
সব গোলাপে লাগবে অভিশাপ,
নাবিকরা সব ফাঁসির দড়ি দিয়ে
উসুল করে মিথ্যে মনস্তাপ।

BANGLADARSHAN.COM

৩২ বছর পর

৩২ বছর নেহাত কম নয়.....
মোগল, হুন, শক সাম্রাজ্য, তাজমহল তৈরী
সব কিছু অনেক কম দিনের।

ব্যস্ত ছিলাম সংসারের মাঝে,
শিশুদের সাথে সীমাহীন কাজে,
সময় ছুটে চলে ঝড়ের গতিতে
কেমন ভাবে দিনগুলি যায় রে কেটে,
স্মৃতির খাতা উল্টে পাল্টে দেখি,
বাল্যকাল মিষ্টি হেসে দাঁড়ায় এসে সম্মুখে।

হারায় নি যে কোনো কিছুই ৩২ বছর পর,
সুদে আসলে পেলাম ফিরে ছোট্টবেলা এক নিমেষে,
কচিকাকলিদের কুচকাওয়াজে আমরা আজ সামিল
অনেক দিনের পর।

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতিচারণ

কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
তুমি আমায় নদীর জলে
ছোট্টবেলায় সাঁতার শিখিয়েছিলে,
কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
শীতের ভোরে জানালার কাছে এসে ডাকতে
শিউলি ফুল কুড়োবে বলে,
খাটের নীচে সাজিটা রেখে দিতাম সযতনে,
ভোরবেলা দেখতাম তোমায়
আধো ঘুমের স্বপনে।

কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
তোমার জমানো ডাকটিকিটগুলো থেকে
আমায় কয়েকটা দিয়েছিলে,
খাতার প্রথম পাতায়
সেগুলো সাজিয়ে রেখেছিলাম
রোজ দেখবো বলে,
কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
বিশ্বকর্মা পূজার দিন খেলার মাঠে
আমায় ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছিলে,
সুতোর মাঞ্জায় হাতটা কেটে গেছিল বলে
তুমি লাটাই ফেলে আমার আঙ্গুলটা চেপে ধরেছিলে।

কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
আমায় নোট লিখে দিতে পাতার পর পাতা,
তোমার লেখাগুলোর গন্ধে মন ভরে যেত আবেশে,
ভাবতাম শুধু তোমার কথা।
বালিশের নীচে খাতা রেখে
ঘুমের দেশে দিতাম পাড়ি,
আজ যে তুমি অনেক দূরে
আমার সঙ্গে করে আড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
আল দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে
তালবাগানে পৌঁছে যেতাম,
তালগাছ থেকে ভুত নেমে
ঘাড় মটকে দিয়ে পালাবে–
ভয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরতাম।

কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
নীল আকাশের নীচে হিজলের ছায়ায়
তোমায় শোনাতাম কত গান,
আজ তোমার সেই টুকাই
জলশাতে গায় লোকগান।

কমলেশদা তোমার মনে পড়ে.....
হঠাৎ বৃষ্টিতে জমে যাওয়া এক কোমর জলে
দুজনের দাঁড়িয়ে থাকা,
প্রেমে প্রাণে গানে গভীর মননে আজ
স্মৃতিগুলো শুধু বাঁচিয়ে রাখা।

BANGLADARSHAN.COM

আমার নজরুল

আমার হৃদয়ে নজরুল তুমি শুধু একজন বিদ্রোহী কবি নও,
সুরের সাগরে শত সহস্র ফোঁটাও শতদল,
আবার তুমি দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠো বারংবার,
মানব জাতি তুমি তীব্র ঝড়ের সম্মুখে হোয়ো না দুর্বল।

তুমি আমার দুখু মিঞা
তোমার দুখের একটু ভাগ নিতে চাই এই অন্তরে,
তোমার প্রিয় বুলবুল আজও যেন
জীবিত মোর প্রাণের পরে।

তোমার কাব্যের তোমার সুরের শিকড়
গভীর মাটির চলমান,
তোমার সূর্যকান্তি যেন আজও বলিষ্ঠতায় প্রবহমান।

BANGLADARSHAN.COM

জাতিভেদের বর্ম ছেড়ে
শুধুই চিনেছ মানুষ,
পর্বত পেরিয়ে সাগর সাঁতরে
বাঙালীর মনের আকাশে ওড়ালে ফানুস।

কালো মেয়ে

বারান্দায় শীতের রোদ্দুরে
গা এলান দিয়ে একটার পর একটা
জামা সেলাই করে চলেছে মেয়েটা,
পেটের দানাপানি জোগাতে হয় তাকেই,
সংসারে এক রত্তি ছোট্ট বোন ছাড়া
তার যে আর কেউ নেই,
বড় নিষ্ঠুর এই পৃথিবীটা।

বন্যায় সব ভেসে গেছে যা কিছু সম্বল,
দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন বাস্তবকে
সে মেনে নিয়েছে এক লহমায়,
অতি সাধারণ হয়েও অসাধারণ হয়ে ওঠার
কথা তাকে ভাবায়।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন যুদ্ধে পরাজিত হবার আশঙ্কাকে
প্রশ্রয় দিতে শেখেনি সে কোনোদিন,
আভিজাত্যের মোড়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মন্ত্রে
নিজেরে করেছে অধীন।

কালো মেয়ের বিয়ের বাজার
মন্দ হলে কী আসে যায়?
অভিভাবিকার বিমূর্ত রূপের চেষ্টা
তার স্বমহিমায়।

C/O ফুটপাথ

সকালে নাস্তা করে মার্সিডিজ চড়ে
ফার্ম হাউসের দিকে চলল অমরেশ,
চলছিল বেশ ভালো দিনগুলো.....
অবাধে বহু নারীর সঙ্গ পেতে
একটুও অসুবিধে হয়নি কখনো,
মনে বেশ ফুর্তির রেশ।

টাইটা ঢিলে হয়ে যায়
রাত করে ফেরার পথে,
দামী বিদেশী মদের গন্ধে মম করে গাড়ীর ভিতর,
ফিরছে যেন ময়ূর রথে।
পৃথিবীটা ধরে রাখে হাতের মুঠোয় টাকার বিনিময়ে,
বাড়ীতে গর্ভবতী স্ত্রী একাকী দরজায় দাঁড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সহনশীলতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে
দোষারোপ করে ভাগ্যেরে,
নীরবে নিভৃতে বেড়ে ওঠে যে
আরেক এক শয়তান জঠরে।

দাউ দাউ করে জ্বলল আগুন
ফার্ম হাউসের ঘরেতে,
এক লহমায় চূর্ণ হল সব অহংকার,
দম্ভ মিশে যায় পথে আর রাস্তাতে।
ধূলিসাৎ হল যা কিছু বৈভব
নিয়তির কঠিন ফেরে,
C/O ফুটপাথ আজ ঠিকানা
শত কোটি অন্যায়ের পথ ধরে।

দূরের যাত্রী

আবার ফিরে তাকাই
দেখি তুই অনেক দূরে,
পাগল বানাইয়া দিয়া
চলে গেলি অজানাপুরে।

স্পর্শ যেন মেটায় তৃষা
বুভুক্ষের এই দেশে,
স্বপ্ন রঙিন মনটারে তুই
ভেঙে দিলি এক নিমেষে।

কেন এলি এমন করে
এত আপন করে,
দূরেই যদি চলেই যাবি
কুয়াশা মাখা ভোরে।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ ও বরষা

নীলকাশ কালো মেঘে ঢাকে
বকেরা ফেরে নিজের বাসায়,
বর্ষা নামার অপেক্ষা
দাঁড়িয়ে একলা ছাদে
আজ মন তোমার সাথে মিশে যেতে চায়।

কাজল কালো আঁখি তোমার,
হৃদয় হরণ করেছ আমার,
অনুভবে শিহরণ জাগে,
সিক্ত করো অনুরাগে,
বর্ষাতি এনে নেই কোনো কাজ,
তোমার আদরে ধরা দেব আজ,
মনের বাসরে চরম লাজ,
প্রহর গুনি তোমার আশায় আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘের ভেলায় বাসা বেঁধেছ
তোমার ওখানে যেতে মানা করেছ
ওগো বরষা তুমি এসো.....
আবেশে ভরিয়ে দাও
তোমার স্নিগ্ধ কোমল ছোঁয়ায়।

প্রখর দহনে দগ্ধ হতে হতে
এ প্রাণ স্নাত হতে চায়,
জল বিনে কী করে বাঁচে এ চাতকী,
মেঘ তুমি বরষা হয়ে ঝরে পড়ো
পূর্ণ করো তৃষা কানায় কানায়।

অনুশাসন

জীবন নদী হঠাৎ খরস্রোতা হয়ে উঠল
দিনের অন্তিম কালে,
পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত শরীর,
দলা পাকিয়ে পড়ে ছিক এতদিন
পাড়ের এক ঢালে।

নদী তোমার নাম কী?
তোমার উৎস কোথায়?
বয়ে চলেছ অবিরাম গতিতে
নিরুত্তর তোমারে দেখি আগের মত,
অসহণীয় যন্ত্রণা বুকে করে নিয়ে চলেছ আজীবন,
বিদ্রোহী কবে কোন কালে।

BANGLADARSHAN.COM

যে তোমার পিঠে চাবুক মারে
তাকে জাপটে ধরে কোনো লাভ নেই,
রক্তক্ষরণে নিজেরে কোরো না সিক্ত,
বয়ে চলো উচ্ছ্বাসে দুর্বার গতিতে,
মোহনাকে আলিঙ্গন করে
নিজেরে করো তৃপ্ত,
হাওয়া লাগুক মনের পালে।

ধর্ষিতা

শীতের সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে চলছে নীরা,
যাবার ঠিকানা আজ তার অজানা,
অভিশপ্ত রাত কুঁড়ে কুঁড়ে খায় নীরাকে
ভাবিয়ে তোলে রক্তাক্ত দুর্বিসহ অতীত।

বিবর্ণ ওষ্ঠখানি কাঁপতে থাকে থর থর করে,
চলার গতি হয়েছে শ্লথ,
হৃদপিন্ড চলছে ধীরে ধীরে হয়ে ক্ষত বিক্ষত।

সদ্য ফোটা ফুলটি মেলেছিল পাঁপড়ি নিমেষে,
সুগন্ধে ভরাবে এ ভুবন ভেবেছিল সে,
উপড়ে ফেলার জন্য
দাঁড়িয়ে আছে দানব শত শত।

BANGLADARSHAN.COM

আস্তাকুঁড়েতে যারা ফেলে দিল ছুঁড়ে সবটুকু চেটে পুটে
তাদের বিচার হয় না কখনো এ পৃথিবীতে,
দূর্বলেরে অত্যাচারে হয় না অবনত।

রাতের ইতিহাসের পাতায় ঘুন ধরিয়ে দিলে মন্দ হয় না,
জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে
এ আশার আলো বাঁচায় এক ধর্ষিতাকে,
কুমারীত্ব থাকে না অক্ষত।

খুঁজে ফিরি

এ কোন গভীরে নির্মম সত্যরে
ভেদিয়াছে তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের ফলা
রঙিন পটে এঁকেছিনু যে ছবিখানি,
ঝাপসা হয়ে আসার পালা।

প্রেতাত্মার অট্টহাসি দূর হতে কানে আসে,
মন ভরে আসে নিদারুন অবিশ্বাসে,
মনে হয় ভস্মের ছাই যেন
পড়ছে আমার চোখে মুখে উড়ে এসে।

নিজেরে খুঁজে ফিরি বারংবার,
শীতল পৃথিবীতে নাকি অন্তরীক্ষের মাঝে,
না বলার গহ্বরে লুক্কায়িত
জমাট বাঁধানো আজ সবই যে মিছে,
জাগতিক যা কিছু আজও
তবু আসে মোর পিছে পিছে।

BANGLADARSHAN.COM

জানি সব তুচ্ছ, শুধুই মায়ার জাল,
তবুও জড়িয়ে রাখি আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেরে
অনন্ত সময়কাল,
ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে নিয়ম মতো অবিরাম,
কালের নিয়মে পাওয়া না পাওয়ার
হিসেব বুঝিনা অত শত,
কোনো এক অমাবস্যার রাতে
স্তব্ধ হয়ে যাবে হয়তো এই জীবন ঘড়ি,
যতদিন বাঁচি এ সংসারে
রঙিন প্রজাপতির রঙ ধরি।

তারপর

তার যে কোনো পর হয় না
ফুরায় বেলা দিনের শেষে,
রাতের নিকষ কালো অন্ধকার
জীবন তটে ঘনিয়ে আসে।

হাতরে চলার অভ্যাস নেই
চলছি তাই ইশারাতে,
চেনা মানুষ আজ অচেনা
কালো ধূসর কঠিন পথে।

চিৎকার করে লাভ কিরে ভাই
আলোর ভীড়ে সবাই ভদ্র,
অগ্রাহ্য করি সব কিছুতে
জপছি শুধু নেশার মন্ত্র।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রূক্ষেপ নেই নিজের দিকে
ভালো মন্দের উর্দ্ধে,
মুখোশধারী মানুষগুলোই
মোদের সমাজটারে বান্ধে।

উত্তরণ

হাঁফ ধরে যায়,
নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে যন্ত্রণায়,
মুখবন্ধ ফ্যাকাশে হয়ে যায়,
মিথ্যে হাসি বাঁচিয়ে রাখে স্বপ্নকে
চাতকী রয় আকাশ।

স্বপ্নগুলো নিয়ে দিবারাত্র
আমৃত্যু জাবর কেটে যায়,
পিপাসু আর্তিগুলো বোঝার মানুষ
ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়।

রানার মনটা অযাচিতভাবে
পাল তোলে অগোচরে হায়,
নতুন যুগের ভোরে দেখি
আকাশের সাতটি তারা দিশা দেখায়।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥